WBCS Mains Exam. 2021 — Paper – I

Answers with Explanation

১। (ক) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০১

বিষয় : বিশ্ব জলদিবস : জলসমস্যা ও সমাধান

মহাশয়, অ্যাচিভার্স

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমাজ সচেতনতা ও ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্ব জলদিবস পালিত হয়ে চলছে। বিশ্ব জলদিবস সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হয় কিন্তু বছরের অন্যান্য সময় এ সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ বা কোনোরকম তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। এমন হলে বিশ্ব জলদিবস পালনের সুমহান ভাবনার মাহাত্ম্য গৌণ হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর তিনভাগ জল, এক ভাগ স্থল। দুর্ভাগ্যবশত এই বিপুল জলসম্পদের মাত্র ২.৫ শতাংশ সুপেয়। এর মধ্যে ০.৩ শতাংশ তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য নদী-খাল-বিল জলাশয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ মোট সুপেয় জলের প্রায় ৩১ শতাংশ। বাকি অংশটা মূলত মেরুপ্রদেশে বরফ আকারে ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং একথা স্পষ্ট মানুষের ব্যবহারের উপযোগী জলসম্পদের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট। রাষ্ট্র সংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় হাজার কোটি। স্বাভাবিকভাবে জলের সঞ্চয়ের ওপর চাপ বাড়ছে অপ্রত্যাশিতভাবে, জলের উৎস তো সীমিত, জলের বিপুল চাহিদায় নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর, সৃষ্টি হচ্ছে নানা পরিবেশগত সমস্যা। নগরায়নের নামে লোপাট হয়ে যাচ্ছে জলাভূমি। অ্যাচিভার্স

জলের জন্যই পৃথিবীকে অন্যান্য গ্রহ থেকে আলাদা করা যায়। জলের উপস্থিতিই পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। তাই ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমাতে হবে, জলাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে হবে, সর্বস্তরে বন্ধ করতে হবে জলের অপচয়। জলের অপর নাম যদি জীবন হয় তাহলে পৃথিবীর অন্তত এক তৃতীয়াংশ মানুষের কাছে নিরাপদ জলের অভাব এক ভয়াবহ বিপদের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। যার থেকে মুক্তির উপায় যদি খুঁজে বার না করা হয় তাহলে এক গভীর সঙ্কটে পড়বে মানব সভ্যতা।

ধন্যবাদান্তে অ্যাচিভার্স
কখগ
২৪ মে, ২০২২

(খ) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০১ অ্যাচিভার্স

বিষয় : পর্যটন শিল্পে অতিমারির প্রভাব

মহাশয়, অ্যাচিভার্স

পর্যটন ক্ষেত্র রাজ্য, দেশ তথা গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে রয়েছে। পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়ে ১৮৫টি দেশের তথ্য সংগঠিত আকারে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সব দেশই পর্যটন বিষয়ে যত্নশীল। এর জন্য আলাদা দপ্তর ও মন্ত্রী আছেন। বহু মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে আছে পর্যটনের সাথে। রাজ্য তথা দেশের আয়েরও একটা বড় উৎস পর্যটন। স্বভাবতই আধুনিক বাণিজ্যের ছোঁয়ায় পর্যটন ক্ষেত্র রীতিমতো শিল্প পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

২০২০ সালের মার্চ থেকে প্রায় দু'বছর সারা বিশ্বে দাপিয়ে বেড়িয়েছে কোভিড অতিমারি। তার ফলে অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, শিক্ষা তথা সার্বিক ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে, সেই সঙ্গে প্রভাব পড়েছে পর্যটন শিল্পেও। বর্তমান বিশ্বে পর্যটন ক্ষেত্র এক কঠিন সময় পার করছে। প্রায় দু'বছর ভ্রমণ ও বিনোদন ক্ষেত্রে নানা নিষেধাজ্ঞা থাকায়-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বিপন্ন ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। ২০১৯ সালে বৈশ্বিক জিডিপি পর্যটন খাতের অবদান ছিল ১০.৪ শতাংশ। গত বছর তা কমে হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। আর বিশ্বব্যাপী ৩৩৪ মিলিয়নের মধ্যে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে চাকরি হারিয়েছেন ৬২ বিলিয়ন পর্যটন কর্মী। অ্যাচিভার্স

কোভিড ও তার পরবর্তী বিপদ সহসা আমাদের পিছু ছাড়বে এমনটা নয়। তাই সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়ম-নীতির যথার্থ অনুসরণ করে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে পর্যটন ক্ষেত্রকে সচল রাখতে হবে, তা না হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ধন্যবাদান্তে অ্যাচিভার্স
কখগ
২২ মে, ২০২২

(গ) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০ ০০১ অ্যাচিভার্স

বিষয় : সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনের ভাষা

মহাশয়,

বর্তমান যুগ বিজ্ঞাপনের যুগ, প্রচারের যুগ। বিশ্বায়নের ফলে বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞাপন একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম, সংবাদপত্রে, বাসে, ট্রেনে সর্বত্রই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। পছন্দসই জিনিস, চাকরি, পাত্র-পাত্রী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষ যেমন সুবিধা ভোগ করছে, তেমনি প্রতারিতও হচ্ছেন অনেকে। বলাবাহুল্য বিজ্ঞাপন মানুষের সংস্কৃতির চালচিত্রকে পাল্টে দিচ্ছে। অ্যাচিভার্স

বিজ্ঞাপনের ভাষায় সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। সহজ সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় উৎকৃষ্ট লেখা,শ্রুতিমধুর গান, সুন্দর ছবি সকলকে আকৃষ্ট করে। তাই চারুকলার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের এক যোগসূত্র আছে। বিজ্ঞাপনদাতারা মানুষের এই ভালো লাগাকে বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করেন মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য। সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করেছে অসাধুতা, বিজ্ঞাপনও তার ব্যতিক্রম নয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনে নানারকম চালাকির আশ্রয় নেয়। কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বিজ্ঞাপন সমাজকে কলুষিত করে। যা শিশুদের মারাত্মকভাবে ক্ষতি করছে। শহরের রাজপথ যে ক্রমশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে।

বিজ্ঞাপন ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। এর ভালো ও মন্দ দুই দিকই জনজীবনে প্রভাব ফেলছে। বিজ্ঞাপন ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছে একটি মাধ্যম। প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞাপনের কোনো বিকল্প নেই একথা সত্য কিন্তু ভারতের মতো বিশাল লোভনীয় বাজারের কথা ভেবে বহুজাতিক সংস্থাগুলি যেভাবে প্রতিযোগিতায় নেমেছে তাতে দীর্ঘদিনের ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য যেন বিলুপ্ত না হয় - তা সকলকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। অ্যাচিভার্স

ধন্যবাদান্তে,
কখগ
২২ মে, ২০২২

২। **যুদ্ধ ও পরিবেশ**

'বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয় গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়'। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের দারুণ বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী। একবিংশ শতাব্দীতেও একাধিক যুদ্ধে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে মানবাত্মার কী দুঃসহ অবমাননা, মৃত্যুপথযাত্রী অজস্র মানুষের করুণ মুখচ্ছবি। কিন্তু মৃত্যুকাতর বিশ্ব বিবেক ধ্বংসের সেই মহাপ্রান্তরে কামনা করেছে 'বিধাতার শান্তি ললাটিকা।' ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় অহমিকার যে লড়াই তার পরিণাম হল – যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু এবং ধ্বংস। মানব সভ্যতার শত্রু যুদ্ধে কেবল প্রাণহানিই হয় না, পরিবেশের ক্ষেত্রে নেমে আসে বিরাট অবক্ষয়। অ্যাচিভার্স

একটি জাতির এক প্রজন্মের যে শ্রম ও সাধনা চলে, যুদ্ধ সেই শ্রম ও সাধনাকে নিঃশেষ করে দিয়ে যায়। মুষ্টিমেয় মানুষের অতিরিক্ত লোভ ও ক্ষমতা লিপ্সা শিকার হয় সাধারণ মানুষ ও পরিবেশ। জীবনের সব আশা ও স্বপ্নের অবলুপ্তি ঘটে। যুদ্ধ তাই প্রত্যাশিত হতে পারে না। শান্তিকামী মানুষ সুস্থ জীবন প্রত্যাশী। যুদ্ধ শান্তিকে ধ্বংস করে, বিপন্ন করে পরিবেশকে। যেকোনো যুদ্ধে টনটন গোলা-বারুদ নিক্ষিপ্ত হয়। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বাতাসে বারুদের গন্ধ মিশলে প্রাকৃতির বুকে বিপর্যয় নেমে আসে। যুদ্ধ মানেই ধ্বংস ও মৃত্যু, তার সাথে পরিবেশের ভারসাম্যের ওপর নির্মম আঘাত। আধুনিককালের ভয়ানক যুদ্ধে কিভাবে পরিবেশ ধ্বংস হয় এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তার যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব থেকে যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভিয়েতনাম ও তার পরবর্তী সবকটি যুদ্ধে পরিবেশের ওপর ভয়ানক ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে যায়। উপসাগরীয় যুদ্ধে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামুদ্রিক দূষণের ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের ফলে জলাভূমির জীববৈচিত্র্য ক্ষতির মুখে পড়ে। জলের উৎসের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়, বেড়ে যায় জল ও স্থলের দূষণ। বোমার তেজস্ক্রিয়তায় আকাশ ছেয়ে যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই অভিশাপ বয়ে চলে। দুটি দেশের পারস্পরিক বিরোধ দুটি দেশে সীমাবদ্ধ না থেকে বৈশ্বিক সংকটে রূপ নেয়, যার বিরূপ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। শান্তিকামী মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। মানব ইতিহাসে কোনও সংঘাতই শান্তির বার্তা বয়ে আনেনি, শুধু তৈরি করেছে মৃত্যু ও ধ্বংসের রক্তাক্ত ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হতে হবে। অ্যাচিভার্স

৩। সারাংশ লিখন :

শিরোনাম : আনন্দময় জীবন

প্রাত্যহিক জীবনে সীমার মধ্য থেকে সহজভাবে নিজের কাজ সম্পন্ন করার মধ্যে নিহিত আছে সুন্দর ও মহৎ জীবনের বীজ। সময়ের সদ্ব্যবহার করে প্রতিদিনের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারলেই মানুষের সমাজ সৌন্দর্যময় ও শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সত্য-নিষ্ঠা-দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে সমস্ত কর্তব্য পালন করতে পারলে জীবন থেকে দুঃখ দূর হয়ে যায়, মানুষের জীবন হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ আনন্দময়। অ্যাচিভার্স

৪। (ক) 'এখন চলেছি মানুষের ঘরকন্নার সাথী ছবির মতো ছোট নদী দিয়ে।' – প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় ছন্দময়, সংগীতময়, অনুপম রূপের বিস্তার ঘটে। ঋতু পরিবর্তনের বর্ণবিচিত্র ধারাপথে নিয়ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার অন্তহীন রূপের খেলা, রঙের খেলা, সুরের খেলা। মানুষের মনের সখা, প্রাণের আত্মীয়, আর্তের সেবিকা, পর্বতের ভৈরবী, সমভূমির জননী ছবির মতো ছোট নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন চারপাশের অপরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বর্ষায় মন্ত্রবলে কঠিন পাষাণ গলে গিয়ে অফুরন্ত ফসল ফলে। নদীর দুই পারে ধানের ক্ষেতে

উড়তে থাকে মরু বিজয়ের শ্যামল কেতন। ধান কাটা সাঙ্গ হয়েছে, মেঘের সীমাহীন সামিয়ানার নীচে ফাঁকা মাঠে আপন মনে গরু বিচরণ করছে। কোথাও কোথাও চৌকো সর্ষে ক্ষেত বিস্তার করছে তার সৌন্দর্য। মাঠ অতিক্রম করে নারকেল, কলা গাছে ঘেরা অনুপম প্রকৃতির মাঝে খড় ও টিনে ছাওয়া লোকালয়। স্নানের ঘাটে মানুষের ব্যস্ততা, পাড়ে ছাগল ছানার চঞ্চলতা। নদীর পাড়ে গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকার আশ্রয় টিনের চালা ও টিনের বেড়ার ঘর। পাড়ের উপরের লোক চলাচলের পথ দিয়ে ছাতি মাথায় বা মোট মাথায় নানান, পেশার নানা মানুষ তাদের কর্মব্যস্ততা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। লেখক এইসব দৃশ্যই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অ্যাচিভার্স

(খ) 'এ রকম ঘটনা ঘটলে সারেংকে নিকটবর্তী পুলিশ থানায় রিপোর্ট পাঠাতে হয়।' — ঘটনাটি ছিল বড় পাট বোঝাই নৌকার সঙ্গে স্টিমারের মৃদু সংঘর্ষ। নদীমাতৃক জীবনে নদীকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের জীবনের প্রবাহ বয়ে চলে। নদীর বুকে দিবারাত্র চলে মানুষের কর্মধারা। মানুষের জীবনে যেমন সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা জুড়ে থাকে, জীবনের প্রয়োজনে নদীবক্ষে ও ঘটে চলে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ঘটনার প্রতিচ্ছবি। কালিয়া গ্রামের কাছাকাছি যখন স্টিমার এসে উপনীত হয়েছে, তখন বেলা দুটো। নদীবক্ষে চলতে চলতে হঠাৎ বড় পাট বোঝাই একটা নৌকার সঙ্গে স্টিমারের বাঁদিকের ফ্ল্যাটের সঙ্গে মৃদু সংঘাত লাগলো। এই সংঘাতে স্টিমার সুরক্ষিত থাকলেও পাট বোঝাই নৌকাখানি কিঞ্চিৎ জখম হয়েছিল।

(গ) 'ঘটনার রিপোর্টটা কাকে কেন লিখে দিতে হয়েছিল।' —

নদীকেন্দ্রিক জীবনে জীবনের তাগিদে নদীবক্ষে দিনরাত্রি বহু জলযান চলে। নদীবক্ষে নৌকা-স্টিমার চলতে চলতে যদি কোনো কারণে তাদের সংঘাত তৈরি হয়, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নিকটবর্তী থানায় রিপোর্ট আকারে জানানোই সরকারি রীতি। নদীতে চলমান অবস্থায় যখন স্টিমারের সঙ্গে, বড় পাট বোঝাই নৌকার মৃদু ঠোকাঠুকি হয়েছিল - সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তার রিপোর্ট নিকটবর্তী থানায় দিতে হবে। স্টিমারের সারেং-এর ইচ্ছা - তার রিপোর্টটা ইংরেজিতে লেখা হয়। কিন্তু স্টিমারে যাত্রী সাধারণের মধ্যে চলনসই ইংরেজিতে সেই রিপোর্ট লেখার লোকের অভাব ছিল। লেখকের ইংরেজিতে দক্ষতা ছিল। তাই লেখককে বড় পাট বোঝাই নৌকার সাথে স্টিমারের মৃদু সংঘাতের রিপোর্ট লিখে দিতে হয়েছিল। অ্যাচিভার্স

(ঘ) 'খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে' — বিপদের ভয় যেখানে, সেখানেই যেন অযাচিতভাবে বিপদ ঘনিয়ে আসে। স্টিমারের সারেং রহমত আলি স্টিমার চালনায় দক্ষতা থাকলেও নৌকা চাপা দেবার ভীতি তার মনে সর্বদা কাজ করতো। নদীবক্ষে হয়তো কোনোদিন এমন ঘটনার অভিজ্ঞতা তার মনে ক্রিয়াশীল ছিল। বেলা দুটোর সময় কালিয়া গ্রামের কাছাকাছি, তখন স্টিমারের সঙ্গে বড় পাট বোঝাই নৌকার ঠোকাঠুকি হয়েছিল। সংঘাত হলে তার বিবরণও নিকটবর্তী পুলিশ থানায় দিতে হয়। নদীপথে যাবার সময় বিপদের সমূহ সম্ভাবনা যেখানে, সেখানেই বিপদে ঘনিয়ে আসায় 'খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে' এই প্রবাদ সত্য হয়ে উঠেছে। অ্যাচিভার্স

'তিলকে তাল করে তোলা' — প্রচারের মহিমায় ছোট কোন ঘটনাও বড় হয়ে ওঠে। কালিয়া গ্রামের কাছাকাছি দুপুর দুটোর সময় যখন স্টিমারের সঙ্গে বড় নৌকার সংঘাত হয়েছিল, তখন স্টিমারে চাট গাঁ, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহের লোক ছিল। এই অঞ্চলগুলির লোক সহজ প্রকৃতির নয়। ছোট কোনো বিষয়কে তারা অপচর্চা ও প্রচারে বিরাট করে তোলে কালিয়া স্টেশনে স্টেশন মাস্টার বাবুর কাছে। স্টিমার-নৌকার মৃদু সংঘাতের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল থানায় পাঠিয়ে দেবার জন্য কিন্তু বাস্তবের উল্টো ঘটনা রটে গিয়েছিল যে, স্টিমার একখানা পাঁচ-শ মণি, বোঝাই নৌকাকে চাপা দিয়ে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিয়েছে। জলপথের এই বর্ণনায় 'তিলকে তাল করে তোলা'— এই প্রবাদও সত্য হয়ে উঠেছে।

৫। ঘটনার তিনদিন পর কর্নেল - গ্রেসি ফিরে এসে মর্মান্তিক বিপর্যয়ের বিবরণ দেন। ''সেদিন ছিল রবিবারের রাত। আমরা আমাদের নিজেদের কেবিনে ঘুমাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তখন জাহাজে একটি ধাক্কা লেগেছিল ফলে আমি বিছানা থেকে পড়ে যাই। আমি জাহাজ থেকে যন্ত্রণাদায়ক কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি আমার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম, তখন ঘড়িতে মাত্র দশটা। চারিদিকে হাহাকারের মাঝে জানতে পারলাম যে জাহাজটি একটি হিমশৈলের সাথে ধাক্কা লেগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিশ্চিত হলাম মৃত্যু অনিবার্য।''

★★★